প্রধান শিক্ষক তাজুদ্দীনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: তাজুদ্দীনের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের ৪ লাখ ১৬ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২১ সালে এ টাকা বিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসাব থেকে এ টাকা উত্তোলন করে তিনি আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ পত্রি উল্লেখ করা হয়েছে।

এ নিয়ে তারা কয়েক দফা বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সাবেক ও বর্তমান সভাপতির কাছে অভিযোগ দিয়েও কোন সুরাহা না পেয়ে অবশেষে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের অনুলিপি জেলা প্রশাসক, জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ কয়েকটি দপ্তরে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ পত্র থেকে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলা আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মোঃ তাজুদ্দীন মেহেরপুরের বামনপাড়ার অগ্রণী ব্যাংক থেকে বিদ্যালয়ের ৪ লাখ ১৬ হাজার টাকা (ব্যাংক হিসাব নং- ০২০০০৬৮৪৩৪৮৭৪) উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন। শিক্ষকরা টাকা আদায়ের দাবি জানিয়ে আবেদন করলে (সংযুক্তি-৩) তৎকালিন সময়ে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে আবেদন পত্রটিও জমা নেননি, যা অত্যন্ত দুঃখ জনক। তিনি চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী নিয়োগে নিয়োগ বাণিজ্য করার চেষ্টা করলে তা নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় দুই দফায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদের প্রকাশের ফলে সে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়।

অভিযোগে আরও জানানো হয়, অগ্রণি ব্যাংক থেকে উত্তোলণ করা টাকা আদায়ের লক্ষ্যে বর্তমানে এডহক কমিটির সভাপতির কাছে গত ১৬-০৯-২০২৬ ইং তারিখে আবেদন করা হলেও সভাপতি বিষয়টি আমলে নেননি। পরিবর্তিতে গত ১৩-১০-২০২৬ ইং তারিখে গ্রাম বাসীর পক্ষ থেকে ৮-১০ জন ব্যক্তিবর্গ বিদ্যালয়ে যান এবং প্রধান শিক্ষককে এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যালয়ে একাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার জন্য বলেন।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: তাজুদ্দীন বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে একজন সাবেক শিক্ষকসহ কিছু লোকজন ষড়যন্ত্র করে চাকরির শেষ সময়ে মান হানি করার চেষ্টা করছে। বিদ্যালয়ের টাকা দিয়ে প্রধান ফটক ও বিল্ডিংয়ের বারান্দার রেলিং করা হয়েছে। কিন্তু খরচের কোন ভাউচার আমার কাছে রাখা হয়নি।’

তবে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির (এডহক) সভাপতি তামিম আহমেদ এ বিষয়ে পরে কথা বলবেন বলে এড়িয়ে যান।’

মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো: আব্দুর রহিম বলেন, ‘এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

গাংনী ও কুষ্টিয়া সীমান্তে পৃথক অভিযানে মাদক ও চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়া সীমান্তে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে ৫ লাখ ৩১ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) ভোররাতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এসব অভিযান পরিচালনা করে।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, রাত ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে জামালপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মাঠপাড়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ২৩ বোতল ভারতীয় মদ, ১ বোতল ফেনসিডিল, ২ বোতল স্কাফ সিরাপ, ১ হাজার ২০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ২৫০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট ও ৪০ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য ৪ লাখ ৭২ হাজার ৯০০ টাকা।

অন্যদিকে, একই দিন রাত ২টা ৩০ মিনিটের দিকে গাংনীর কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার কাজিপুর বর্ডারপাড়া মাঠে পৃথক অভিযান

চালিয়ে আরও ৩৯ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৫৮ হাজার ৫০০ টাকা।

দুটি অভিযানে মোট ৬২ বোতল ভারতীয় মদ, ১ বোতল ফেনসিডিল, ২ বোতল স্কাফ সিরাপ, ১ হাজার ২০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ২৫০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট ও ৪০ প্যাকেট পাতার বিড়িসহ ৫ লাখ ৩১ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) জানায়, সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। মাদক ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান সম্পূর্ণ আপসহীন।

মেহেরপুরে ৬’শ কিলোমিটার মাটির রাস্তার বেহাল দশা

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৬শ কিলোমিটার মাটির রাস্তার বেহাল দশা। কোথাও হাঁটুপানি ও কাদা, আবার কোথাও তৈরি হয়েছে কোমরসমান গভীর গর্ত।

বর্ষা এলেই এসব রাস্তা চলাচলের একেবারে অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে কৃষকদের মাঠে যাতায়াত, কৃষি উপকরণ পরিবহন এবং উৎপাদিত ফসল বাড়িতে নিয়ে আসতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

গরু-মহিষের গাড়ি কিংবা ট্রাক্টর চলাচল করতে না পারায় অনেক সময় মাঠেই পড়ে থাকছে কৃষকের ফসল। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে বারবার ধরনা দিয়েও সুফল না পাওয়ার অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

মেহেরপুর এলজিইডি কার্যালয়ের দেওয়া তথ্যমতে, জেলায় মোট মাটির রাস্তা রয়েছে ৫৮৯ কিলোমিটার। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১১৬ কিলোমিটার, মুজিবনগর উপজেলায় ৩৩ কিলোমিটার এবং গাংনী উপজেলায়

৩৫৯ কিলোমিটার মাটির রাস্তা রয়েছে।

এসব রাস্তা বর্ষা মৌসুমে কাদায় একাকার হয়ে যায়। আবার শুষ্ক মৌসুমেও বড় বড় গর্তের কারণে যানবাহন তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটে চলাচল করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলার মাঠের প্রায় দুই কিলোমিটার এবং সদর উপজেলার কালিগাংনীর প্রায় দুই কিলোমিটার মাটির রাস্তাসহ জেলার বিভিন্ন এলাকার অধিকাংশ রাস্তারই একই চিত্র। এসব রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয় হাজারো কৃষক ও স্থানীয় বাসিন্দাকে।

জেলার বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে ধান, পাট, আলু, ভুট্টা, পেঁয়াজ ও বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হয়। কৃষিকাজের জন্য এসব মাঠে যাতায়াত এবং ফসল পরিবহনে মাটির রাস্তাগুলোই কৃষকদের একমাত্র ভরসা। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্বাধীনতার পর থেকে অনেক রাস্তা নির্মিত হলেও দীর্ঘ বছরেও সেগুলোর উন্নয়নে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

রাস্তাগুলোর কোথাও হাঁটুপানি ও কাদা, আবার কোথাও তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। ফলে গরু-মহিষের গাড়ি ও ট্রাক্টর চলাচল তো দূরের কথা, অনেক জায়গায় পায়ে হেঁটে চলাচলও কষ্টসাধ্য।

কৃষকদের দূর থেকে পায়ে হেঁটে ফসল মাথায় বা কাঁধে করে বাড়িতে নিয়ে আসতে হচ্ছে। এতে ফসল পরিবহনে বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে তাদের। অন্যদিকে কৃষি উপকরণ মাঠে নিতে না পারায় ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন কার্যক্রম। অনেক সময় যানবাহন চলাচল করতে না পারায় মাঠেই পড়ে থাকছে উৎপাদিত ফসল।

নওপাড়া-নবীনপুর গ্রামের কৃষক আজিজুল হক বলেন, শুধু ফসল পরিবহন নয়, কৃষি উপকরণ বহন করে মাঠে নিয়ে যেতেও সমস্যা হয়। এতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

ধলা গ্রামের কৃষক ইদ্রিস আলী বলেন, প্রতিবছর মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে আনতে অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে। রাস্তার বেহাল দশার কারণে কৃষকদের দুর্ভোগের শেষ নেই।

কালিগাংনী গ্রামের আব্দুল মান্নান, কাথুলি গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেন ও ভবেরপাড়া গ্রামের তহিদুল ইসলামসহ ভুক্তভোগীরা জানান,

চলাচলের অনুপযোগী এসব রাস্তা পাকাকরণের দাবিতে বছরের পর বছর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন জানানো হলেও কোনো সুফল মেলেনি।

স্থানীয় নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক নেতারা রাস্তা পাকাকরণের নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ কোথায় ব্যয় করা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে তাদের।

মেহেরপুর এলজিইডি কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলী আবদুর রহমান বলেন, পাঁচ শতাধিক কাঁচা রাস্তা আপাতত হেরিংবোন বন্ড (এইচবিবি) করা হলে স্থানীয়দের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলে পর্যায়ক্রমে এসব রাস্তা পাকাকরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান বলেন, মেহেরপুর জেলার সবচেয়ে বড় ও বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ ধলা, নবীনপুর ও মাইলমারী। এসব এলাকায় যতগুলো মাটির রাস্তা রয়েছে, আগামীতে সরকারি বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ পাওয়া গেলে সেগুলো এইচবিবি করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, মেহেরপুর একটি কৃষিনির্ভর জেলা। কৃষকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে মাঠে যাতায়াত এবং স্থানীয়দের চলাচলের জন্য মাটির রাস্তাগুলো পাকাকরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু, চিকিৎসক-নার্সের অবহেলার

অভিযোগ

মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের অবহেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত এক নারীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।

রবিবার সন্ধ্যায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় খালেদা খাতুন নামে ওই নারীর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্বজনরা চিকিৎসক ও নার্সদের দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ তুলে হাসপাতালে বিক্ষোভ করেন।

নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, খালেদা খাতুনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত নার্স ও চিকিৎসকদের বারবার ডাকা হয়। কিন্তু কেউ সময়মতো রোগীকে দেখতে আসেননি। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পাওয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেন স্বজনরা।

নিহত খালেদা খাতুন মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়ার রিপন আলীর স্ত্রী। তিনি দুই সন্তানের জননী।

তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ স্বজনরা হাসপাতালে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তারা কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে উত্তেজিত বাক্যবিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন। এতে হাসপাতাল এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

তবে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া খালেদা খাতুনের মৃত্যুর প্রকৃত কারণও তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা পরবর্তীতে যুক্ত করা হবে।

মুজিবনগরে বিএনপির গণমিছিল ও সমাবেশ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপতৎপরতা রুখে দেওয়া এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন অব্যাহত

রাখার প্রত্যয়ে গণমিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা বিএনপি।

রোববার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজার থেকে গণমিছিলটি বের হয়। বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মিছিলটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশস্থলে গিয়ে শেষ হয়।

পরে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির ও সাবেক ছাত্রনেতা আহমেদ রাজীব খান।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য রুখতে ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে যেভাবে রাজপথে ছিলেন, প্রয়োজনে আবারও রাজপথে থাকবেন। কেউ কেউ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন, যা বরদাস্ত করা হবে না।

প্রশাসনের উদ্দেশে তিনি বলেন, যারা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন, তাদের প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। প্রশাসন এখনো নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করলে প্রয়োজনে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে থানা ঘেরাও করা হবে।

গণমিছিল ও সমাবেশে বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর বামন্দীতে মার্সেল ফ্রিজ কিনে ঘরভর্তি উপহার

পেলেন লিপিয়ারা খাতুন

মেহেরপুরের গাংনীতে মার্সেল ফ্রিজ কিনে ঘরভর্তি উপহার পেয়েছেন উপজেলার রামনগর গ্রামের মোছা. লিপিয়ারা খাতুন। রোববার বিকেলে উপজেলার বামন্দী বাজারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এসব উপহারসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

মোছা. লিপিয়ারা খাতুন উপজেলার রামনগর গ্রামের মো. সেলিম উদ্দিনের স্ত্রী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন জনপ্রিয় অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ ও অভিনেত্রী প্রার্থনা ফারদিন দীঘি।

ইরফান সাজ্জাদ ও প্রার্থনা ফারদিন দীঘি বলেন, গাংনী উপজেলার বামন্দী একটি ইউনিয়ন হলেও এই ইউনিয়নের জনপ্রিয়তা সবার সামনে তুলে ধরেছে মার্সেল। মার্সেল পণ্য কিনে এবারই শুধু নয়, এর আগেও বামন্দীর মার্সেল শোরুম থেকে ফ্রিজ কিনে অনেকে টাকা ও বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া এখনো রয়েছে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ, ক্যাশব্যাক ও নগদ উপহার। আপনারাও মার্সেল ফ্রিজ কিনুন, পুরস্কার জিতুন।

ঘরভর্তি উপহার পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে মোছা. লিপিয়ারা খাতুন বলেন, আমি কখনো কল্পনাও করিনি বামন্দীর মার্সেল শোরুম থেকে ফ্রিজ কিনে এত উপহার পাব। আনন্দে আমার বুক ভরে গেছে। উপহারের মধ্যে রয়েছে ফ্রিজ, এসি, কাপড় ধোয়ার ওয়াশিং মেশিনসহ আরও অনেক কিছু। আমার দুই মেয়ে রয়েছে। আমরা সবাই মিলে এসব পুরস্কার ভাগ করে নেব।

মার্সেল শোরুমের স্বত্বাধিকারী মো. জিয়াদুল ইসলাম লিজন বলেন, মোছা. লিপিয়ারা খাতুন বামন্দী থেকে মার্সেল ফ্রিজ কিনে চার লাখ টাকার উপহারসামগ্রী পেয়েছেন। তাঁর হাতে এসব পুরস্কার তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। আপনারাও মার্সেল ফ্রিজ কিনে উপহারসামগ্রী জিতে নিন। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন এবং সহযোগিতা করবেন, যেন সব সময় সততার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারি।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় মিরাক্কেলখ্যাত অভিনেতা আবু হেনা রনি, মার্সেল ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্কের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নুরুল ইসলাম রুবেল, ডেপুটি চিফ মার্কেটিং অফিসার মো.

রবিউল আলম ভূঁইয়া, মার্সেল ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্কের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার মো. আরফান হোসেনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী সীমান্তে ১৫ লাখ টাকার ভারতীয় মালামাল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও মথুরাপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৫ লাখ ৬৭ হাজার ৫৫০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মদ, ওষুধ, বাজি ও বিড়ি উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

রবিবার (১৫ নভেম্বর) ভোরে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

রবিবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার শেওড়াতলা হাড়াভাঙ্গা মাঠে বিজিবির একটি টহল দল অভিযান চালায়।

এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ২০ বোতল মদ ও ৪ হাজার পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এসব মালামালের আনুমানিক সিজার মূল্য ১২ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

অন্যদিকে, মথুরাপুর মাঠে পৃথক অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ১৯ বোতল মদ, ৫৪০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ৪৬০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট, ২৩০ পিস চকলেট বাজি ও ৬০ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করে বিজিবি। এসব মালামালের আনুমানিক সিজার মূল্য ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৫৫০ টাকা।

উদ্ধার করা মালামাল গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইনভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে বসুন্ধরা শুভসংঘের সেমিনার

মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে (মল্লিকপাড়া) অনলাইনভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১৫ নভেম্বর) বেলা ১২টার দিকে বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি এস এম রফিকুল আলম বকুল।

এ সময় তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে অনলাইনভিত্তিক সহিংসতা একটি উদ্বেগজনক সামাজিক সমস্যা। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা সাইবার বুলিং, অনলাইন হয়রানি ও নানা ধরনের প্রতারণার শিকার হচ্ছে। এসব বিষয়ে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে সবাইকে সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন দৈনিক কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা ইয়াদুল মোমিন।

তিনি বলেন, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার যেমন আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, তেমনি এর অপব্যবহার নানা ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে। অনলাইনে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ, ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি শেয়ার করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকতে হবে। কোনো ধরনের অনলাইন হয়রানির শিকার হলে ভয় না পেয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের জানাতে হবে।

এ সময় বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মো. মফিজুর রহমান, সিনিয়র শিক্ষক মো. হাসানুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক মোছা. মাসুদা খাতুন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এ ছাড়া বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য মোছা. টুম্পা, মুন্নি, সিনথিয়া ও সুস্মিতাসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মাহফুজুর রহমান।

দুটি বিভাগে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর চুড়ান্ত অনুমোদন পেল মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়



২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে দুটি বিভাগে
শিক্ষা কার্যক্রম চালুর চূড়ান্ত
অনুমোদন পেয়েছে মেহেরপুর
বিশ্ববিদ্যালয়। বিভাগ দুটি হলো
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড
ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) এবং ইংরেজি
(ইংলিশ)।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. মহিবুল আহসান স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ অনুমোদনের বিষয়টি জানানো হয়।

অনুমোদনপত্রে বলা হয়, Faculty of Engineering and Technology-এর অধীনে Department of Computer Science and Engineering এবং Faculty of Arts-এর অধীনে Department of English চালুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদনের খবর পাওয়ার পরপরই মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. তোজাম্মেল হোসেন সংবাদ সম্মেলন করেন।

এ সময় আনন্দ প্রকাশ করে তিনি বলেন, “মেহেরপুরবাসীর জন্য এটি অত্যন্ত সুখবর। একই সঙ্গে সারা দেশের জন্যও এটি একটি সুখবর।

□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□-□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□”

□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□□□□ (□□ □□□□□□□) AF Boxing Promotion □□□□□□□ JB Boxing Championship-□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□

□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□ Team Habib’s MMA Academy □□□ Team JB-□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□□□□

সহযোগিতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি।

হোসাইন কবির জানান, বক্সিংয়ে প্রথম লড়াইয়ে পাওয়া এই জয় তাঁকে ভবিষ্যতে আরও ভালো করার অনুপ্রেরণা জোগাবে। আগামীতে বক্সিংয়েও নিজের দক্ষতা ও সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে চান তিনি।